প্রথম ভাগ

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা

১৬, মার্কাস লেনে শশী প্রেস হইতে শ্রীসুধীরকুমার গুহ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস হইতে সংস্কৃতি বৈঠকের পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—১॥০

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

লেখাগুলি বড় গল্পের চুম্বক বা Synopsis নয়। Suggestive বা ইঙ্গিতে পূর্ণ। অল্প কথায় একটি বিশেষ রস, আংশিকরূপে একটি চরিত্র, অথবা একটু মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোনটিতে বা শুধুই আভাস—গড়িয়া তুলিবার ভার পাঠকের উপর। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। কয়েকটি 'সৌরভে' (মাঘ ১৩৩১) প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুক্তাগাছা
১৩৩২

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বহুবৎসর সাহিত্য জীবন হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলাম তাই পুস্তকখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এত বিলম্ব হইল। এবার অনেক নূতন লেখা সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপট শ্রীমান্ শ্রীকুমার আচার্য্য চৌধুরীর অঙ্কিত।

মুক্তাগাছা
১৩৫২

গ্রন্থকার

সঙ্গীতগুরু

স্বর্গীয় কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর

উদ্দেশে—

—কৃষ্ণদাস

সূচী

ক্ষুদে

এক ফোঁটা মেয়ে।

মা ডাক্‌লেন, "ক্ষুদে, ভাত খাবি নি ? আয়।"

"না।"

"কেন ?"

"বিশুদাদা যে বল্লে কাল তারা খায় নি।"

বিশু ও পাড়ার গরীব বিধবার ছেলে।

মেয়ে

"খোকাকে দিলে, আমায় দিলে না ?"

মা তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মেয়ের আব্দার দেখ !"

বাবা একটু কুণ্ঠিত চাহনী চাহিয়া বলিলেন, "আর ত' নেইমা।"

মেয়ে বাবার বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া রহিল।

পিতৃহীন

বাবা বাড়ী আসিয়াছেন—সঙ্গে কত খেল্না। ছেলে মেয়ে সব 'আমাকে এটা দাও, আমাকে ওটা দাও' বলিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বাবা সকলের মন রাখিতে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বাহিরে দরজার পাশে একটি ছেলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর চাহিয়াছিল।

বাবা বলিলেন,— "ও কে, মিনু?"

মিনু বড় মেয়ে, একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে, বলিল,—"বাঃ, ওকে চেন না? রমুদা! ওর বাবা নেই"

বাবা একটি লাল কাঠের বল তুলিয়া লইয়া ছেলেটিকে ডাকিয়া দিলেন। খোকা আব্দারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওটা আমার—আমি দেব না।"

মিনু কহিল, "ছিঃ! তোর ত দুটোই রয়েছে।"

বাবা মেয়েকে আদরে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন।

মায়ের মন

খোকা 'আমায় দাও' 'আমায় দাও' বলিয়া বায়না ধরিয়াছিল। মা'র আর সহ্য হইলনা, এক চড় লাগাইয়া নিজেই মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে মা সেই জিনিষটী খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন। খোকা হাত শিথিল করিয়া রাখিয়াছিল—জিনিষটি মাটিতে পড়িয়া গেল। মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই মা খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমার পর চুমা খাইতে লাগিলেন।

ভাই বোন

"আমায় একটা দেনা, দিদি ?" বোন ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কোণে বসিয়া কমলা লেবু খাইতেছিল। ভুরু কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল "যাঃ—এখান থেকে চলে যা বলছি।"

ভাই মুখ ভার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। "যাচ্ছিস্ কোথা আবার ? দাঁড়া।" বোন ভাইকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কমলার কোষগুলি ভাল করিয়া ছাড়াইয়া একটি করিয়া ভায়ের মুখে আবার একটি নিজের মুখে তুলিয়া দিতেছিল।

চুড়ী পরা

"চুড়ী চা-ই—বালা চা-ই—"

"চুড়ীওলা এদিকে এস।"

মেয়েটি সদর দরজা খুলিয়া ডাকিল। চুড়ীওয়ালা কলতলার আঙ্গিনায় তাহার ঝাঁকা নামাইল।

"রোস, দিদিকে ডেকে আনি।" দিদি আসিলেন। তু'হাত ভরিয়া চুড়ী পরিয়া খুকী দিদির আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

"দিদি, তুইও পর্‌বি, আয়।"

"ছিঃ, আমাকে যে পর্‌তে নেই।"

সাদা থানের কাপড়ের দিকে চাহিয়া চুড়ীওয়ালার চোখ তু'টীও ছল ছল করিয়া উঠিল।

আম কুড়ান

আম বাগানে পাড়ার ছেলে মেয়ের ভিড়। হঠাৎ ঝড় উঠিল। রাণী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে।"

বড় ভাই যতীন বলিল, "হ্যাঃ—খুকী!" দলপতি রমেশ রাণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এ মেয়েটিকে রক্ষা করিবার ভার বিশেষ ভাবে যেন তাহার উপরই।

যতীন বলিল, "না কুড়ুলে আঁব পাবি কোথা?"

"আমি দেব।" বলিয়া রমেশ রাণীর হাত ধরিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চলিল।

প্রতীক্ষা

পূজার ছুটি। পূর্ব্ববাঙ্গলার এক পল্লীগৃহে আজ একটি কিশোরী কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

গোয়ালন্দের যাত্রী গাড়ীর সঙ্গে একখানা মালগাড়ীর ঠোকাঠুকী হইয়া গেল। কই, আজ আর ত কেহ আসিল না!

ভুল

"ওগো?"

"কেন?"

"ডাক্তার ডাক্‌বে কি?"

"কিছু নয়, জ্বর একটু বেশী, তা হোক, আজ তিন দিন, কাল আপনিই সেরে যাবে।"

এই এত রাত্রে ডাক্তার ডাকিতে গেলে যে অনেকগুলি টাকাই লাগিবে,—কথাটা মন নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না।

"ওঠ—কি হ'ল গো—"

আঃ—মনে হইতেছিল তাহার সর্ব্বস্ব ডাক্তারের দরজার গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া আসে।

রাজবন্দী

বন্দী আজ রাজার করুণায় মুক্ত! এই করুণার দান গ্রহণ করিয়া তাহার মন একটা কুণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছিল, তথাপি গ্রামের এই চির-পরিচিত পথে আসিতে সে হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া ডাকিল—"মা!"

মা ছুটিয়া আসিলেন। বাবা বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়াকে দূর করে দাও।"

বোন গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

কালো

প্রথম যখন চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, তখন সুরেশের চোখে কালোকে ভালই লাগিয়াছিল। তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ কালো নয়—আলো।

একদিন কালোর মা তাঁহার বিদ্যুতের মত মেয়ে গৌরীকে লইয়া এখানে আসিলেন। পরদিনই সুরেশ পরীক্ষার পড়া করিতে হইবে বলিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। কালো ভাবিল, কই, কালও ত' যাবার কথা কিছু বলেন নি।

নববিবাহিত

নববিবাহিত যুবা একলা বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

মলের ঝুণুঝুণু আর শোনা যায় না!

ক্রমে বাড়ীর সকল কোলাহল থামিয়া গেল—মল বাজিয়া উঠিল।

অঙ্গে একখানি সঙ্কুচিত স্পর্শ অনুভব করিল—তথাপি সে ঘুমের ভাণ করিয়া পাশ ফিরিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ কোন সাড়া না পাইয়া বধূর ঘুম ভাঙ্গাইতে বৃথাই চেষ্টা করিয়া ভাবিল, এবার সেও সত্যই ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘুম আর আসিল না।

—·—

গঙ্গার ঘাটে

গঙ্গার ঘাটে, বাঁশের ছাতার নীচে, উড়িয়া ব্রাহ্মণটি বসিয়া থাকিত। সামনে তিলক মাটী, ছাপ, পিতলের ঢাক্‌না দেওয়া ছোট্ট আরসী, চন্দন, এই সব।

দিদিমার সঙ্গে নাইতে আসিয়া খুকী রোজ সকালে ইহার কাছেই তিলক পরিয়া যাইত।

বেলা বাড়িয়া গেল, আজ মেয়েটী বা তার দিদিমার দেখা নাই। অনেক ছেলেমেয়ে আসিল, দু'একজনকে সে তিলক পরাইয়াও দিল—কিন্তু যেন নিতান্তই অনিচ্ছায়।

আরও বেলা বাড়িল। একটি মেয়ের হাত ধরিয়া মা সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "মু আজ পারিব না।"

আইবুড়ো

বাবার রাত্রে ঘুম হয় না। মা কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠেন। বাড়ীর সবাই বলে, "বুড়ো ধুব্‌ড়ী।" পড়সীরা বলে, "রাজপুত্তুর আসছে।" মেয়ে ভাবে আমার কি দোষ?

বাবা তাহার ম্লান মুখখানি দেখিলেই স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন, আর যেন কি ভাবেন।

বাইজী

আজ তাহার অঙ্গের প্রত্যেকটি ভঙ্গীতে ভাব যেন রূপ ধরিতেছিল। কি এক বেদনায় গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল; সুরের ভিতর দিয়া কি একটা মিনতি কাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কে জানে? মুখের উপর হইতে সমস্ত কলুষের ছাপ আজ নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিল কি করিয়া?

সে যেদিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত বেদনাকে নিবেদন করিতেছিল, হঠাৎ সেদিকে একটা গোল উঠিল। কে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

বাবার ঘুম

"আঃ! জ্বালাতন করলে—ঘুমুতে দেবে না দেখ্‌ছি।"

মা চার বছরের ছেলেকে থামাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতেছিলেন। বাবা ছেলেকে জোরে ধমকাইয়া দিলেন। ছেলে থামিল; বাবা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে উঠিয়া দেখিলেন, ছেলে জ্বরের ঘোরে এলাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরিয়া গেল।

চুড়ীওয়ালা

সুন্দর হাত দু'খানিতে চুড়ী পরাইতে গিয়া চুড়ীওয়ালা যেন কেমন হইয়া গেল। চোখ ভরিয়া হাত দু'খানিই দেখিতেছিল—মুখের দিকে তাকাইবার অবসর ঘটে নাই।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। চুড়ীওয়ালা প্রতিদিন অন্ততঃ দু'তিনবার করিয়া এই গলিতে যাওয়া আসা করে। সেই বাড়ীটার সাম্‌নে আসিয়াই জোরে বলিয়া উঠে—"চুড়ী চা-ই—"

এ পর্য্যন্ত সে আর সেই হাত দু'খানিতে চুড়ী পরাইতে পারে নাই।

পুতুলখেলা

ছেলের মা মণিমালা মেয়ের মা সারদাকে লইয়া বাসি বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। ছোট্ট দুই টুক্‌রা কাঠের উপর বর-কনে বসিয়া রহিয়াছে—পাশে পুরোহিত ঠাকুর এক টুক্‌রা ছেঁড়া আসনে বসিয়া রহিয়াছেন।

দাদা ডাকিল, "মণি,—পেয়ারা খাবি চ'।"

মণি ভাবিল—বোসেদের বাগানের পেয়ারাগুলি কিন্তু বেশ!—তবে বাসি বিয়ে—তারপর কড়ি খেলা—

"না দাদা, এখন যাব না।"

একটু পরেই ওপাড়ার ফণী আসিয়া ডাকিল, "মণি!"

মণি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সারদাকে কেহ ডাকে নাই, তবুও সে ফণীর পাশে আসিয়াই দাঁড়াইল।

দুরন্ত

ছেলেকে আর কিছুতেই বশে রাখা যায় না। ছেলেবেলায় গাছে গাছে পেয়ারা পাড়িয়া বেড়াইত; জল দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িত। বুঝিত না, হাত পা-ই ভাঙ্গে, কি ডুবিয়াই মরে। আজকাল, কোথায় কলেরা হইয়াছে—গেল সেবা করিতে; কোথায় স্নানের যোগ—গেল স্বেচ্ছাসেবক হইয়া। নিজের মরণটা বলিয়াও ভয় নাই! বাপ ত ভাবিয়াই আকুল। এমন সময় ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা, কাল তারকেশ্বর যাব।"

ভিক্ষুক

"বাবা, একটি পয়সা — ।"

"যা, যা, খেটে খেতে পারিস্ নে ?"

বাবু ব্যাঙ্কের খাতাখানি পকেটে ফেলিয়া মোটর চড়িয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন ।

সাম্‌নের ছোট একতলা বাড়ীটির ভিতর হইতে একটি ছেলে কয়েকটি পয়সা হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিল। ভিক্ষুককে বিমুখ হইয়া যাইতে দেখিয়া একটু দাঁড়াইল ; তারপর ছুটিয়া গিয়া পয়সা কয়টি তার হাতে গুঁজিয়া দিল ।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই বাবা বলিলেন, "খাবার কোথায় ?"

"আনি নি ।"

"পয়সা ?"

বাবার চোখের দিকে চাহিয়া ছেলেটি আর কিছু বলিতে সাহস পাইতেছিল না ।

নূতন লেখক

ছয় বছরের শিশু—একদিন তার জ্যেঠামহাশয়ের হাতে একখানা কাগজ দিয়া বলিল, "জ্যেঠাম'শায়, আমিও তোমার মত লিখ্‌তে পারি।" জ্যেঠামহাশয় খুলিয়া দেখিলেন, বড় বড় হিজিবিজি অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"কোন নগরে একটি কুকুর ছিল। তার পাঁচটি ছানা ছিল। এক বাঘ আসিয়া ৪টি ছানা খাইয়া ফেলিল। কুকুরটি কাঁদিতে লাগিল। যে ছানাটি রহিল, সেটি বড় হইল। বাবার কথা শুনিত, জ্যেঠামশায়ের কথা শুনিত, মায়ের কথা শুনিত। খুব ভাল হইল।"

জ্যেঠামহাশয় শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। তুমি আমার চেয়েও ভাল লিখ্‌তে পার।"

"ধেৎ।"

দিদিমা বলিলেন, "সবাইকে তোর লেখা দেখ্‌তে দিলি, আমাকে দিলিনে?"

শিশু গম্ভীর মুখে তার কোঁকড়া চুলশুদ্ধ মাথাটা ঝাঁকাইয়া বলিল, "নাঃ—আর কেউ হাসেনি—তুমি হাসবে।"

———

দর্শনা

"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু!"

"আঃ—এত রাত্রে কে হে তুমি?"

"আজ্ঞে, আমি ও পাড়ার যদু।"

"ডবল ভিজিট দিতে হবে—এনেছ?"

"এনেছি।"

"তবে চল।"

আর একদিনের কথা। কত ঔষধ খাওয়ান হইল ডাক্তার বাবুর ছেলেটির ব্যারাম আর ভাল হয় না। গিন্নি বলিলেন, "একবার সাধু বাবার কাছে যাও না।"

দীঘির ধারের বটগাছ-তলায় সাধু ধূনী জ্বালাইয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু প্রণাম করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাধু আর চোখই মেলেন না। চেলাটি বলিল, "আরে বাবু, গাঁজাকো বাস্তে দোঠো রূপেয়াতো চঢ়াও।"

পিতাপুত্র

পুত্র বিদেশে চাকরী করে। নিঃসঙ্গ গৃহ ভাল লাগিতেছিল না; পিতা পুত্রের কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলেন, বধূর মন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। পিতা বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

অনেকদিন বাপের খবর পায় না, ছেলের মন উতলা হইয়া উঠিল। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাই চলিয়া আসিল এবং পিতাকে সকালের ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কেরাণী জীবন

দুধের দাম বাকী ছিল—গোয়ালা দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া গেল। একটা ভুল হইয়াছিল—ব্লাউজ আনিতে পারেন নাই—গৃহিণী মানে বসিলেন। মান ভাঙ্গাইয়া যখন দত্তবাবুদের বৈঠকখানায় গেলেন, তখন দেখিলেন চায়ের পেয়ালাগুলি সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

চপলা

সরলার বিবাহে ভারী ঘটা। চপলা চিকের আড়াল হইতে বর দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল। বর দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদিমার কাছে শোনা সেই রাজপুত্রের কথা।

চপলা পিতৃমাতৃহীনা; সরলা হইতে এক বছরের বড়। দূর সম্পর্কের জ্যেঠামহাশয় দয়া করিয়া এ বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। কি ভাবিয়া ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া সরলাকে সাজাইতে বসিল।

ফিরিওয়ালা

"বাবু এটি রাখুন, বেশ জিনিষ।"

"কত নেবে?"

'দশ আনা।"

"বড্ড বেশী।"

একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আট আনাই দেবেন।"

"না, দরকার নেই।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ফিরিওয়ালা মুখ কালি করিয়া উঠিয়া গেল। পয়সা কয়টি পাইলে আজকার আহারটা জুটিত।

বোবা

বোবা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বাপের বাড়ীতে সে সবার কাছেই ইঙ্গিতে তাহার সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। নূতন লোকটি কি বুঝিবে? ইহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মনে যে একটা নূতন ভাব জাগিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে বিশেষভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকটি তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া থাকে,—কিছু ধরিতে না পারিয়া তাহার দেহটিকেই জড়াইয়া ধরে। বোবা ভাবে, হয়ত বুঝাইতে পারিয়াছি!

স্বদেশ

নরেশ বি, এ পাশ করিয়াই বিলাত চলিয়া গেল। পরাধীন এ দেশ—তাহার চাই স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস।

সকলই সে পাইয়াছে, কিন্তু আজকাল শুধু একটি অভাব বোধ করিতেছে। সে চায় প্রাণের সঙ্গ। এবার মুক্তি চায় না—চাহে সে বন্ধন।

একদিন সে হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া এ দেশের মাটীকেই সবলে আঁকড়াইয়া ধরিল।

চাকুরের স্ত্রী

সময়ে রান্না হয় নাই, আপিস যাইতে দেরী হইয়া গিয়াছিল। ছুটির পর বাড়ী আসিতেই কিরণ নিত্যকার মত ছাড়া পোষাক তুলিয়া রাখিতে আসিল।

"নাও, নাও, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" কথার ঝাঁজ একটু বেশীই ছিল। কিরণ কিছুই বলিল না। পাশের ঘরে, ছেলেটি যেখানে জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করিতেছিল—ধীরে ধীরে সেখানে তাহার মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিল।

ছেলে ও বাবা

ছেলে ভাবে, বাবা শুধু শাসনই করেন। বাবা ভাবেন, ছেলে মোটেই কথা শোনে না।

ছেলের অসুখ; বাবা ছেলের মাথার কাছে বসিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিলেন।

ও পাড়ায় যাত্রা হইতেছিল; ভীমের বক্তৃতাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ছেলে উঠিয়া পড়িবার ঘরের দরজাটা বেশ ভাল করিয়া ভেজাইয়া দিয়া বই লইয়া বসিল।

নূতন শিক্ষক

নূতন শিক্ষকটি কবি ও ভাবুক বলিয়া পরিচিত। দুষ্টের সেরা রমেন বসিবার কেদারায় কালি মাখাইয়া রাখিয়াছিল। ঘণ্টা ফুরাইলে শিক্ষক মহাশয় দরজার কাছে যাইতেই সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন। চাহনীর ভিতর কি ছিল, কে জানে? রমেনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল, "ক্ষমা করুন"।

স্বামী স্ত্রী

"ভালবাস" ?

স্ত্রী কিছুই বলিল না; লজ্জার সঙ্কোচে চোখ বুঁজিয়া রহিল।

কিছু দিন গেল।

"ভালবাস ?"

স্বামী স্ত্রীর মাথাটি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাসি, বাসি, বাসি।"

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। স্বামীর মনে এ প্রশ্ন আর জাগে না; স্ত্রীর মনে জাগে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

বড় লোকের মেয়ে

বড় ঘরের মেয়ে সে, এত দিন অবমানিত স্বামীর অভাব কিছুই বোধ করিতে পারে নাই।

দেহ পূর্ণ হইয়া উঠিল; হৃদয়ে কিসের অভাব এ?

পিতার মৃত্যু হইল; এই দাসদাসী অট্টালিকা হইতে সেই ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ যে অনেক শ্রেয় বলিয়া মনে হইতেছিল।

ডাক্তারবাবু

হারাণ ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে একটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল।

"থাক্, থাক্, দিতে হবে না।"

"গরীব বলে—"

"না না, এই নিচ্ছি।"

ডাক্তার বাবু টাকাটি উঠাইয়া লইলেন; হারাণের মুখে হাসি ফুটিল।

পরদিন না ডাকিতেই ডাক্তারবাবু হারাণের ছেলেকে দেখিবার জন্য উপস্থিত। পকেট হইতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে এক কৌটা সাবু, কিছু আঙ্গুর, কয়েকটি বেদানা, ছেলেটির মাথার কাছে রাখিয়া দিলেন। হারাণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল।

ঘোড় দৌড়

"সই, দুটো টাকা ধার দিতে পার ?"

"কেন ?"

"ছেলেটার অসুখ, বেদানা খেতে চাচ্ছে, পথ্যি-পাঁচন ও কিছু নেই।"

"কাল উনি মাইনে পান নি ?"

"পেয়েছেন ; তা নিয়ে সেই গড়ের মাঠে না কোথায় ঘোড়ার বাজী জিত্‌তে গেছেন। বলেছেন, কাল আঙ্গুর বেদানা সব নিয়ে আস্‌বেন আর নীলরতন সরকারকেও এনে দেখাবেন।"

চাঁদার খাতা

"বন্যা-পীড়িতদের—"

"পাজী, জোচ্চোর, ভণ্ড—এখানে কিছু হবে না।"

ছেলেটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

পক্ক শ্মশ্রু কয়েকটি উকীলকে লইয়া বৃদ্ধ রায় বাহাদুর আসিয়াছেন ; হাতে একখানি মরক্কো চামড়ার বাঁধান খাতা।

"সহরের পতিতাদের উদ্ধারের জন্য একটি থিয়েটার ষ্টেজ—"

"আর বলতে হবে না। আপনার মত উদার হৃদয়ের উপযুক্ত কাজই বটে।"

বাবু চাঁদার খাতা টানিয়া লইয়া নিজের নামের নীচে অঙ্ক লিখিলেন ১০০০৲ এক হাজার টাকা।

রূপোপজীবিনী

গত রাত্রে রায় বাবুদের আসরে একটি তরুণের সুন্দর কাঁচা মুখ, সরল বিমুগ্ধ দৃষ্টি, তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। গাইতে গাইতে সে গানের পদগুলি ভুলিয়া যাইতেছিল; তথাপি সকলে তাহাকেই বাহবা দিতেছিল। তাহার কণ্ঠে কোথা হইতে এ উন্মাদনা আসিয়াছিল? জানালার ধারে বসিয়া আজ সে সেই কথাই ভাবিতে ছিল।

হঠাৎ দেখিল রাস্তার ওপারে সেই তরুণ তেমনি বিমুগ্ধ অথচ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

উপেক্ষিতা

"আঃ—ঘুমুতে দেবে না?"

সে ত' কিছুই করে নাই; হঠাৎ স্বামীকে একটু স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র।

দিনে দেখা হইল। সে স্বামীর দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিল। স্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ নামাইয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন স্বামী তাহার কাছে কি পাইয়াছিলেন?—আর আজ সে কি হারাইয়াছে?

ভিখারিণী

আজ সে প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। দিবালোকে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া সে সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। তবু যে হাত পাতিতেই হইবে। এক একবার জ্বালাময় দৃষ্টিগুলিকে তাহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িতে দেখিয়া সে গলির ভিতর সরিয়া গিয়া, একটি থামের আড়ালে আপনাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ গান্ধি টুপী পরা একটি তরুণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে কিছু পয়সা গুঁজিয়া দিয়া ঝড়ের মতই কোথায় চলিয়া গেল।

পথের বালক

ছেলেটিকে দেখিতাম মিছামিছি লাফাইয়া ট্রামের পা-দানের উপর উঠিতেছে, আবার নামিয়া পড়িতেছে। কোন দিন বা খবরের কাগজ ফিরি করিতেছে, আবার কোন দিন পথে পথে ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। কেমন মায়া বসিয়া গেল।

একদিন ডাকিয়া বলিলাম,—

"আমার সঙ্গে যাবি ?"

"যাব।"

দু'দিন পর সকালে তাহাকে আর বাসায় খুঁজিয়া পাইলাম না। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে পেন্সিল ফিরি করিতেছে। পরণে আমার দেওয়া কাপড় জামার পরিবর্ত্তে একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড়।

অভাগী

সুখে দুঃখে এক রকমে দিন কাটিয়া যাইত। একদিন সে নিতান্তই অসহায় হইয়া পড়িল। তখন দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য পথ পাইল না। এ কাজ তাহার দ্বারা বেশী দিন চলিল না; কারণ, তার দুটি শত্রু ছিল; এক তরুণ বয়স, আর—একটু লাবণ্য। আঃ! সে যদি সব বিষয়েই রিক্ত হইতে পারিত!

সওদাগর

বৃদ্ধ সওদাগর, পিছনে কুলীর মাথায় বড় বড় গাঁঠরী, সঙ্গে তাহার ছোট ছেলে। ছেলেটির বয়স বছর দশেক, ফুটফুটে রং, আপেলের মত দুটি গাল।

"মাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল ?"

"মা ত' নাই।"

বছর ঘুরিয়া গেল। সওদাগর আবার আসিয়াছে, সঙ্গে ছেলে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ছেলে কোথায় ?"

"খোদাকা মরজি—" এই বলিয়া চুপ করিল। ভাল বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "অত দূরে সেই লাহোরে ছেলেকে রাখিয়া আসিতে পারিলে ?"

লাহোর হইতেও কত বেশী দূরে সে রহিয়াছে তাহা ত' জানি না।

তাড়াতাড়ি একখানা শাল তুলিয়া লইয়া বলিল,—"হুজুর, দেখুন কি সুন্দর বিনাওটের কাজ।"

ভিখারীর ছেলে

শীতকাল। ছেলেটিকে তাড়াইয়া দিয়া সকাল হইতেই বাবুর মনটা কেমন খচ্ খচ্ করিতেছে। একখানা পুরানো কাপড়ই ত' চাহিয়াছিল।

বৈকালে বেড়াইতে গিয়া কি যেন দেখিয়া বাবুর ঘোড়াটা চমকিয়া উঠিল। দেখিলেন রাস্তার পাশে, ঘাসের উপর সেই ছেলেটির অর্দ্ধ নগ্ন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ী থামাইয়া তাহার জ্বরের ঘোরে অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া আপন বাটীর দিকে গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

রাজপুত্র

রাজপুত্র আর আসেন না। লোক জন সব পাথর হইয়া রহিয়াছে, একলা বাড়ী দিন রাত থম্‌থম্ করিতে থাকে। ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া যায়, আলো ফুটিয়া আঁধারে পরিণত হয়—রাজপুত্র আর আসেন না। রাজকন্যা দিনরাত দরজা খুলিয়া রাখেন—কি জানি কখন আসিয়া পড়েন।

সেদিন রাত্রে ঝড়, জল, বজ্র, বিদ্যুৎ পৃথিবীটাকে যেন লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছিল। রাজকন্যা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন দিনে কে আর আসিবে? হঠাৎ দরজায় ঘা পড়িল। রাজকন্যা কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পাথরগুলি সব মানুষ হইয়া গিয়াছে।

ঈর্ষা

কবি আপন মনে লিখিতেছিলেন।

"ও গো শুনছ, চাকরটাকে বোলো খোকার ওষুধটা নিয়ে আস্তে। বড্ড কাসি হয়েছে।"

স্ত্রী অবশ্য নিজেই চাকরকে ডাকিয়া বলিতে পারিতেন তথাপি কবি বলিলেন, "আচ্ছা।"

আবার কলম তুলিয়া লইলেন। কবি প্রিয়া একটু এদিক ওদিক করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ও, একটা কথা বলতে ভুলেছি। লাহিড়ীদের মেয়ে উষার বিয়ে যে ঠিক হয়ে গেল।"

কবি অসহায় ভাবে কলমটি রাখিয়া বলিলেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এই পরশু গায়ে হলুদ।"

"বেশ। একটা কথা—মানে—এই বেশ ভালো একটা ভাব এলো কিনা মনে—তাই বলছিলাম—"

"হুঁ। বল্লেই হয়, 'দূর হও'।"

স্ত্রী দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এবার তিনি তাঁহার মোক্ষম অস্ত্রটীকে লইয়া আসিয়াছেন। খোকাকে টেবিলে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, খোকার কেমন দু'টো দাঁত বেরিয়েছে।"

দাঁতের খবর বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছেন তবু বলিলেন "কই দেখি।"

কবি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেদিনকার মত কাব্যলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলেন।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ছুঁয়ে দিলি?—পুজোয় যাচ্ছিলাম।"

অধর প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "দেবতা, তোমার একটু পায়ের ধূলো না পেলে মেয়েটা আর বাঁচবে না।"

"পাগল। দুটো টাকা দিচ্ছি ডাক্তার নিয়ে আয়।"

"না দেবতা, তোমার একটু আশীর্ব্বাদ।"

অধর কাতর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ঠাকুরের পূজোর বেলা হয়ে যাচ্ছে কিনা—আচ্ছা চল।"

অনিচ্ছায়

কাশীরাজের প্রতি মগধরাজ।

“মগধরাজ পররাজ্য লিপ্সাকে পরস্ত্রী গ্রহণেচ্ছার ন্যায়ই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেও তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক। তথাপি তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই এই লিপি প্রেরণ করিতে হইতেছে।

মগধরাজ অবগত হইয়াছেন কাশীরাজ নিজে শৈব বলিয়া তাঁহার রাজ্যে সমস্ত উচ্চপদ হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণ একে একে অপসৃত হইতেছেন। এ বিষয়ে অবহিত না হইলে একদিন প্রভাতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইবেন, মগধের বিরাটবাহিনী কাশীরাজ্যের দ্বারে সমুপস্থিত।”

বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণকে রক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মগধরাজকে বারাণসী অধিকার করিতে হইয়াছে।

মুগ্ধ

ড্রয়িং রুমে বসিয়া নিয়তি মুখ নীচু করিয়া আপন মনে কি যেন একটা শেলাই করিতেছিল।

কামাক্ষী টেবিলের ওপাশের চেয়ারটায় বসিয়া তাহার নিপুণ আঙ্গুলগুলির খেলা দেখিতেছিল। কখন যে সে তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া নিয়তির সুন্দর মুখখানির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল তাহা সেও হয়তো বুঝিতে পারে নাই।

নিয়তির কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। মুখ তুলিতেই চোখে চোখ পড়িয়া গেল। কামাক্ষী চোখ নামাইল, নিয়তির ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সেলাইটা ফেলিয়া রাখিয়াই সে কোথায় উঠিয়া গেল। কামাক্ষী কিছুক্ষণ সেলাইটা লইয়া নাড়াচাড়া করিল তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিতে যাইয়া আবার বসিয়া পড়িল।

পুরাতন ভৃত্য

নরেনবাবু ও তাঁহার বাবাকে রামহরি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। আশায় রহিয়াছে খোকা আর একটু বড় হইলে তাহাকেও অমনি করিয়াই মানুষ করিবে।

"এই বুড়োটাকে দিয়ে অন্নধ্বংস করিয়ে আর কি হবে বল? আশী তো পেরিয়ে গেছে কবে, এখনও ভাত খায় পাকা আধ সের চালের।"

নরেনবাবু সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কী যে বল! ঠাকুদ্দার আমল থেকে রয়েছে।"

স্ত্রী মুখ ভার করিয়া রহিলেন।

রামহরি খোকার ভাতে সারা জীবনের সঞ্চয় হইতে একটি সোনার হার গড়াইয়া দিয়াছে।

গৃহকর্ত্রী তাহার প্রতি কিছুদিন একটু প্রসন্নই ছিলেন।

হঠাৎ একদিন স্বামীকে বলিলেন, "তোমার পয়সা তুমি জলে ফেল্‌বে এতে আমার বলবার কিছুই নেই, কিন্তু রামহরিকে বলে দিও ও যেন ওর নোংরা হাত দিয়ে খোকাকে আর না ছোঁয়।"

লীলাময়ী

অরুণ যতই কাছে ঘেঁষিয়া বসিতে চায় লীলা ততই সরিয়া যায়। এবার সোফাটায় আর সরিয়া বসিবার স্থান নাই। লীলা সহসা উঠিয়াই পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

অরুণও কিছুক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার কাছে যাইতে না যাইতেই কে যেন পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে!

দুর্ব্বাশা

কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর, দুই চারিঘর প্রজা, ইহা লইয়াই বীরু চক্রবর্ত্তীর ছোট সংসার একরূপ চলিয়া যাইত।

প্রজা জলধর আসিয়া প্রণাম করিতেই চক্রবর্ত্তী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "যা যা আর ভক্তি করতে হবে না। যত সব ভণ্ডামী। বলি মতলবটা কী শুনি?"

"আজ্ঞে, দিন তো আর চল্‌ছে না।"

"না চল্‌ছে না! ওর জন্যে বসেই থাকবে আর কি?"

"আজ্ঞে তা বলছিনে। দয়া করে যদি কিছু ধার—"

"হুঁ, তাই বলি—। ধার? ঈশ, কী আমার তালেবর রে ওঁকে দেব ধার!"

"আজ্ঞে, ছেলেপুলে শুদ্ধু না খেয়ে মরতে হ'বে।"

"মরতে হ'বে? তা আমার কি? যা বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শিগ্‌গির।"

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "যা বাইরে গিয়ে দাঁড়া।"

জলধর বাহির হইয়া গেল।

"ওঁক সন্ধান দেখাই আর একদিন রাত্তির বেলায় এসে ।"

চক্রবর্ত্তী পিছনের দরজায় উঁকি দিয়া একবার গৃহিণীকে দেখিয়া লইলেন। তারপর কোণের ভাঙ্গা কাঠের সিন্ধুকটা খুলিয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া, হাতে লেখা লম্বা পুঁথি এই সবের ভিতর হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিলেন।

কৌটাটি উপুড় করিতেই একটি টাকা ও কিছু পয়সা বাহির হইয়া পড়িল। গনিয়া দেখিলেন, দুই টাকা সাড়ে তিন আনা। গৃহিণীকে লুকাইয়া বাজার খরচ হইতে বাঁচান।

টাকাটি ও ষোল গণ্ডা পয়সা জলধরের হাতে দিয়া বলিলেন, "জানিস্ ব্যাটা আমি কাউকে ধার দিই নে? ওঁদের ধার দি আর আদায় করতে আমার ঘুম যাক্ চলে, পায়ে হোক ব্যথা আর জুতো যাক্ ক্ষয়ে। ফের যদি ধার চাইতে আসবি কি—॥"

সাক্ষী

হিরণ আর পীযুষ দুজনে দিন রাত ঝগড়া মারামারি লাগিয়াই আছে।

রমা কাঁদিতে কাঁদিতে দুরবীণ দিয়া দেখা যায় এইরূপ একটি আঁচড়ের দাগ দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ বাবা, দাদা আমায় মিছিমিছি খাম্‌চে দিয়েছে।"

পীযুষ পিছনে পিছনেই আসিতেছিল।

"না কাকাবাবু, হিরণ কিছু করে নি। ওই লাগ্‌তে গিয়েছিল।"

তারপর আপন মনেই বলিল, "আচ্ছা মেয়ে বাবা—একটু ছুঁয়েছে কি অমনি ভ্যাঁ—।"

বিদুষী

নরেন টেবিলে বসিয়া এক মনে কি লিখিতেছিল। গুরু গম্ভীরই কিছু হইবে কারণ তাহার দার্শনিক বলিয়া পরিচিত হইবার উচ্চাকাঙ্খা ছিল।

পাশের চেয়ারটায় কণিকা হাইজিন হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরসাহ পর্য্যন্ত অনেক কিছুই বলিয়া যাইতেছিল।

দাদা কান দিতেছে না দেখিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বলিল, "দেখ দাদা সেক্‌স্‌পিয়ারের ওথেলো—"

"যা যা, ম্যাট্রিক পাশ করেছেন না যেন সরোজিনী নাইডু হয়েছেন। দিন রাত খালি বড় বড় কথা।"

কণিকা মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইল। তারপর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ছোট বোন আসিয়া খবর দিল দিদি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না। মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

পোষ্ট মাষ্টার

"পোষ্ট বাবু, আমার কোন চিঠি—"

"ঈশ্, ভারি লায়েক হয়েছেন, তাঁর আবার চিঠি! কে লিখ্‌বে তোকে?"

মহেশ কৈবর্ত্ত ঢোক গিলিয়া বলিল, "মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর থেকে কোন খবর —"

পোষ্টমাষ্টারবাবু হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিলেন।

"যাঃ যাঃ নেই, নেই তোর কোন চিঠি।"

বেহারে থাকিতেন। ভূমিকম্পে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব হারাইয়া দেশে ফিরিয়া এই অজ পাড়াগাঁয়ে পোষ্টমাষ্টারী করিতেছেন। তাঁহাকে আর কেহই চিঠি দেয় না।

অনবধানতাবশে

বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বড় আদরের হাতী 'রাজ-প্রসাদকে' সামনে দাঁড়াইয়া খাওয়াইতেছিলেন।

প্রকাণ্ড সাড়ে দশ ফুট উঁচু দেহ, মোটা থামের মত চারিটি পা। উচ্চ কুম্ভ, প্রশস্ত কপাল, অজগরের মত লম্বা শুঁড় আর ধনুকের মত বড় বড় দুইটি দাঁত দেখিলে তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে বৈকি। সেই সঙ্গে আবার একটা সম্ভ্রমের ভাবও জাগিয়া উঠে।

মাহুত কলার খোল ভাঁজ করিয়া তাহার ভিতর ধান, চাল পুরিয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিতেছিল। একটু দূরে একটা ঝুড়িতে কাঁঠাল কলা প্রভৃতি রাখা ছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণ স্বহস্তে সেগুলিকে খাওয়াইবেন।

তাঁহার শিশুপুত্রটি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে শুঁড় চুলকাইয়া দিতেছিল আর হাতীটির ছোট ছোট চোখ যেন আবেশে বুঁজিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটা গোল উঠিল। হাতীটা কেন জানি সামনের একটা পা একটু ছুঁড়িয়াছিল!

বীরেন্দ্রনারায়ণ শুধু বলিলেন, "ও ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই এ কাজ করেনি।"

তারপর ছেলের পিণ্ডের মত রক্তাক্ত দেহের দিকে একবার চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সাতদিন তিনি একরূপ অনাহারেই রহিয়াছেন। মাহুত আসিয়া খবর দিল 'বাজ-প্রসাদ'কে বুঝি আর বাঁচান গেল না। বহু চেষ্টা করিয়াও সে এপর্য্যন্ত তাহাকে কিছুই খাওয়াইতে পারে নাই।

"হুঁ।"

বীরেন্দ্রনারায়ণ উঠিতে যাইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,

"আচ্ছা চল্।"

হাতীটির অবস্থা দেখিয়া এই প্রথম তাঁহার আরক্ত চোখ বাহিয়া ধারা নামিয়া আসিল। চোখ মুছিয়া তাহার কাছে আসিয়া শুঁড়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'বাজপ্রসাদ' কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল তারপর হঠাৎ পা মুড়িয়া বসিয়া পড়িল।

সে আর উঠিয়া দাঁড়ায় নাই।

অভিনব

মা বলিলেন, "রথী, এখন ওঠ্। একটু বেড়িয়ে আয়গে যা। দিন রাত বই নিয়ে বসে বসে শরীরটাকে কি করেছিস্ দেখ্‌তো?"

রথীন মোটা গলায় বলিল, "নাঃ।"

মা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই দেখা গেল রথীন জামা পরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

বামুনঠাকুরটি নূতন। রথীনের দিদিকে আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, এ বাবুটিকে তো চিনতে পাল্লাম না। সকালবেলা খাবার দিতে চাইলে বল্‌বে, "নাঃ।" কিন্তু ঘুমে থাক্‌তেই যদি টেবিলে ঢেকে রেখে আসি একটু পরেই গিয়ে দেখি সব—সাবাড়।"

কুলী

"এই কুলী—কুলী।"

কুলী দৌড়াইয়া আসিল।

"চল্‌ চল্‌ শিগ্‌গির।"

"বাবু বড় ভারী মোট। চা'র আনা দিতে হবে।"

"আঃ সে হবে'খন। ট্রেণ ফেল করাবি নাকি?"

কুলী মোট উঠাইয়া দিল; বাবু কামরায় গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

"বাবু পয়সা?"

"রোস্‌ না দিচ্ছি।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বাবু জানালা দিয়া একটি আনি ফেলিয়া দিলেন।

"একি বাবু?"

বাবু ততক্ষণ ওদিককার বেঞ্চিটায় গিয়া বসিয়াছেন। কুলী কিছুক্ষণ ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইল, একজনের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া বকুনী খাইল, তারপর হাঁফাইতে হাঁফাইতে থামিয়া পড়িল।

গরজ

"তোর সঙ্গে আড়ি।"

"বয়েই গেল আমার।"

ছোট ননদ মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা শ্বাশুড়ী আহ্নিকে বসিয়াছেন। ঘর খালি।

"তোর দাদাকে একটু ডেকে দেনা ভাই।"

"ঈশ্ আমি আবার ডাকতে গেলাম আর কি।"

"তোর পায়ে পড়ি ভাই, লক্ষ্মীটি—"

আত্ম-প্রসাদ

কালীচরণ সাহার মত বড় আড়তদার আর এদিকে দুইটি নাই। সে লঙ্গরখানা খুলিয়াছে। বিবর্ণ অর্দ্ধতরল একটা পদার্থ সহস্র সহস্র নিরন্নকে অকাতরে দান করিতেছে।

কেহ প্রশংসা করিলে বলে, "সবই হরির ইচ্ছা। আমি তো নিমিত্ত মাত্তর। দশজনের অভাব মেটাবার জন্যেই তো তিনি দয়া করে দিয়েছেন।"

ফোঁটা তিলক কাটিয়া মালা জপ করিতে করিতে কালীচরণ আড়তে বসিয়া ভাবিতেছিল। নাঃ দেশ হইতে ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারেই লোপ পাইতে বসিল। ইহারা সব এমন ডাকাত যে একমণ চা'লের দর পঞ্চাশ ষাটও লইতেছে। সে পঁয়তাল্লিশ—না চল্লিশ টাকাতেই ছাড়িবে। লোকের দুর্দ্দশা আর দেখা যায় না।

সংকল্প স্থির হওয়া মাত্র সমস্ত মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। নিজের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা যে নিজের পায়েই লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে।

ভিজিট

মা ছেলের মৃত দেহ আঁকড়াইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন প্রতিবেশিনীরা তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে।

বাবা আপনার ঘরে নিষ্পলক চোখে বসিয়া রহিয়াছেন।

ডাক্তার প্রবেশ করিয়া যেন নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিলেন, "আমার ভিজিটটা।"

বাবা দেরাজ টানিয়া বত্রিশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

বেচারী

স্বামী স্ত্রী 'টকি'তে পাশাপাশি বসিয়াছিলেন।

"বাঃ বেশ বলে, চেহারাটীও কিন্তু বেশ। নতুন অভিনেতা বলে মনে হচ্ছে। নামটা কি জান ?"

স্বামী অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হিরণ সাণ্ডেল না এই রকম একটা কি যেন শুনেছিলাম।"

"এই টুকুই মনে রাখ্‌তে পার না ?"

হঠাৎ স্বামীর মুখে চাহিয়া স্ত্রীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। আর একটি কথাও হইল না।

সমস্ত রাস্তাও নীরবেই কাটিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়াই স্ত্রী সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,—"আজকের গল্পটা কি বলতো ?"

"সেই যে কে যেন কাকে ভালোবেসে ফেলেছিল কিন্তু—"

"হুঁ বুঝেছি। তুমি কি আর অভিনয় শুনছিলে ? 'তারকা' কিরণবালার ছবির দিকেই একদৃষ্টে চেয়েছিলে তা কি আর আমি দেখিনি ?"

বেচারা স্বামী।

সহৃদয়

ভিখারীটিকে দেখিলে ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, তথাপি বাবুর মন বলিয়া উঠিল—"আহা বেচারী।"

ডাকাডাকি করিয়া চাকরের সন্ধান মিলিল না সুতরাং উহাকে আর এক মুষ্টি চা'ল দেওয়া হইল না।

ভা'য়ে ভা'য়ে

ছেলেবেলা হইতেই দু'ভা'য়ের ভিতর ঈর্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। মা বাবা সমদর্শীই ছিলেন কিন্তু বড় ভাবিত তাঁহারা ছোটকে বেশী ভালোবাসেন আর ছোট ভাবিত দাদাকে।

বাতাস করিবার লোকের অভাব ছিল না, পিতামাতার মৃত্যুর পর সে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ছোট ভাই আলাদা বাড়ীতে উঠিয়া গেল। যাওয়ার পর হইতেই কিন্তু মনটা কেমন খচ্ খচ্ করিতেছে। দাদার ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটির মুখখানা তো সব সময়েই মনে পড়িয়া যায়।

"দাদা তোমার ওই কোণের ঘরটা তো খালিই পড়ে রয়েছে?"

"হ্যাঁ কেন বল্‌তো।"

"যদি অনুমতি দাও আমি না হয় ওখানে এসেই থাকি।"

"সে কি কথা, বৌমা, খোকা?"

"ওরা ওখানেই থাকবে—শ্বাশুড়ী তো রয়েছে।"

"কী যে বলিস্। তার চেয়ে বরং সবাইকে নিয়ে আয়না এ বাড়ীতে।"

"আচ্ছা তাই আন্‌বো। তবে বোয়ের মাটিকে কিন্তু আর আন্‌ছিনে দাদা।"

জেলেনী

স্বামী পুত্র ডিঙ্গী লইয়া মাছ ধরিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। মেঘের ধরণ দেখিয়া জেলেনী ঘরে থাকিতে পারিল না। নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মার জল ফুলিয়া উঠিয়াছে। একে একে নৌকাগুলি আসিয়া পাড়ে ভিড়িতেছে। সেগুলির দিকে একবার চাহিয়াই সে নদীর দিকে চোখ ফিরাইতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে ঝড় জল মাথায় করিয়া নদীর ধারেই পড়িয়া রহিল।

জেলেনী তাহার স্বামী পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছে। প্রতিবেশীগণ তাহাদের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত।

কাপালিক

রতনগাছি গ্রামে মাঝে মাঝে একজন কাপালিক আসিতেন। তাঁহার কালো লম্বা চওড়া চেহারা, দাড়ি, গোঁফ, জটা, রক্ত-চন্দনের ফোঁটা আর টক্‌টকে লাল কাপড় দেখিয়া সবাই একটু চমকাইয়াই উঠিত বইকি।

প্রবাদ ছিল তিনি মড়ার খুলিতে করিয়া পাঁঠার রক্ত খাইতেন।

একটু পর পরই হুঙ্কার ছাড়িতেন,—"তারা, তারা, তারা।" দূর হইতে শুনিতে পাইলেই ছেলেমেয়েরা সব যে যেদিকে পারিত ছুটিত।

শ্রীদাম ঘোষের ছেলে নন্দ কিন্তু একটুও ভয় পাইত না। কাছে গিয়া রুদ্রাক্ষের মালা নাড়িয়া চাড়িয়া হঠাৎ জটা ধরিয়া দিত একটা টান। কাপালিক "উঃ" বলিয়াই হো হো করিয়া উঠিতেন।

কাপালিক কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। নন্দর কলেরা হইয়াছে।

"সর" বলিয়া শ্রীদামকে দুয়ারের বাহির হইতে ঠেলিয়া দিয়া, মালা কমণ্ডলু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাপালিক ঘরে ঢুকিলেন।

পরিষ্কার জায়গায় নিজের কম্বল বিছাইয়া মাতৃহীন নন্দকে

মায়ের মতই কোলে তুলিয়া তাহার উপর শোয়াইলেন। ঘড়া ঘড়া জল আনিয়া সমস্ত নোংরা পরিষ্কার করিলেন।

তাঁহার অক্লান্ত সেবায় নন্দ ভাল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে কিন্তু আবার সেই কাল রোগেই ধরিয়াছে।

অনিচ্ছুক নন্দকে লইয়া শ্রীদাম বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল।

বিপদ

"রমেনবাবু বাড়ী আছেন?"

রমেন এম, এ, ক্লাসের ছেলে, লাজুক। পাশের ঘরেই ছিল, সহপাঠিনীর ডাক শুনিয়াও উত্তর করিল না। নীলিমা কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়া তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাই হিল জুতা খট্ খট্ করিতে করিতে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "কী রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? এলাম আপনার নোট-গুলো চেয়ে নিতে, আপনি এখানেই বসে আছেন তবু উত্তর দিচ্ছেন না?"

রমেন মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

"ও, আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি আপনার সঙ্গে 'লভ' করতে এসেছি?"

রমেনের কান অবধি সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

যম রাজার বিচার

নিস্তারিণী দেবী একা মানুষ। দুপুর গড়াইতে না গড়াইতেই তিনি পাড়ায় পাড়ায় পরের উপকার করিতে বাহির হইয়া পড়িতেন।

এক জায়গায় কয়েকটি ছেলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সমস্ত উৎসাহ যেন নিভিয়া গেল।

"বাছারা, এই দুপুর রোদে এ দস্যুপনা ছাড়। একদিন দেখ্‌ছি কারু নাক চোখ যাবে। ঘরে গিয়ে বরং বই নিয়ে বসগে।"

একটু আগাইয়া যাইতেই দেখিলেন একটি বছর দশেকের মেয়ে আর একটি বছর বারোর ছেলে আম কুড়াইতেছে। বক্রদৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

মেয়েটির মাকে যাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, মেয়ের পানে চোখ দিও। কোথায় কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। বয়েস তো হয়েছে কখন কি হয় বলাতো যায় না।"

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ্‌ বউ, সোয়ামীর দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস্‌। একে পুরুষ মানুষ তায় উঠতি বয়েস। সেদিন মনোরমার সঙ্গে একা দাঁড়িয়ে কি যেন বল্‌ছিল। সুবাদের সম্পর্ক বইতো নয়।"

বউ মুখ নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

মৃত্যুর পর তাঁহার নরকবাসের আদেশ হইয়াছে শুনিয়া নিস্তারিণী অবাক হইয়া গেলেন। তিনি তো চিরকাল পরের ভালোই করিয়া আসিয়াছেন।

নিদ্রালু

"তুমি আমায় মোটেই ভালবাসো না, নইলে কাল রাতে অত ঘুমুতে পারতে ?"

"বড্ড ঘুম পাচ্ছিল যে।"

"হুঁ।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বধূ আস্তে আস্তে চোখ মেলিল। দেখিল পাশের লোকটিও চোখ বুঁজিয়া রহিয়াছে। একটু কাছে ঘেঁষিয়া গেল। তবুও সাড়া নাই। বুঝিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বধূ ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

বস্ত্র ব্যবসায়ী

দিনু পরামাণিকের স্ত্রী তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। "দাও একখানা কাপড় এনে। লজ্জা যে আর ঢাকতে পাচ্ছি নে।"

"চেষ্টা তো করলাম অনেকই। দেখি কাল না হয় সহরে গিয়ে।"

পরদিন সকালেই কোনরূপে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিনু সহরে আসিল।

"কাপড় তো রেশন হইয়েছে। হামি কি কোরে দেবে।"

দিনু ম্লান মুখে বাহিরে আসিতেই দোকানেরই একটি লোক চুপি চুপি বলিল, "রাত্তির আটটায় এসো।"

"বার্‌হ টাকা সওয়া পাঁচ আনা পড়্‌বে।"

"ঠাকুর দয়া কর, অনেক দূর থেকে এসেছি। সঙ্গে মোটে পাঁচটি টাকা তাও ধার করে এনেছি।"

"ওতো দয়া কোর্‌লে হামার কি কোরে চোল্‌বে? হোবে না"

দিনু অনেক দোকানই ঘুরিল কিন্তু 'ওতো' দয়া আর কাহারও হইল না।

কয়েকদিন পর খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল মনোহরপুর গ্রামের দিনু পরামাণিকের স্ত্রী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে।

দুর্দ্দিনে

একদিন তাহার অবস্থা এমন ছিল না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই পিতামহীর স্বহস্তে রোপা গাছটিকে বিক্রী করিতে হইয়াছে।

কুড়ালির এক একটি কোপ যেন তাহার নিজের গায়েই আসিয়া পড়িতেছে।

হুড়মুড় করিয়া গাছটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। আঙ্গিনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের বুকেরও যেন খানিকটা ধ্বসিয়া গেল।

ভালোমানুষ

কালীকুমার ভট্টাচার্য্যকে লোকে নিরীহ ভালোমানুষ বলিয়াই জানিত। সন্ধ্যা বেলায় রায়মহাশয়ের বৈঠকখানায় তর্ক যখন বিবাদে পরিণত হইতে চাহিত তখন তিনি 'নাঃ বস্‌তে দিলে না' বলিয়া উঠিয়া আসিতেন।

হরপ্রসাদ আসিয়া বলিল, "ভটচাযমশায়, এলাম আপনার কাছে একটা সৎপরামর্শের জন্যে। ভাইটিকে নিয়ে যে কি করি।"

"জানই তো আমি কারু সাতে পাঁচে নেই। তুমি বরং চকোত্তিমশায়ের কাছে যাও।"

চক্রবর্ত্তী পরশ্রীকাতর, কুচক্রী, মামলাবাজ।

"কিন্তু তাকে তো চেনেনই।"

"না না, লোকে যতটা বলে আমার তা মনে হয় না।"

"আচ্ছা, তবে তাঁর কাছেই যাই।"

সামনের রাস্তায় দেবীপ্রসাদকে যাইতে দেখিয়া কালী-কুমার ডাকিলেন।

"দেবী, শোন।"

"বলুন।"

"দেখ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুজন। তাকে মেনে চলাইতো উচিত।"

"দাদা বুঝি কিছু লাগিয়েছে? তাকেই যেন বেরিয়ে যেতে দেখ্‌লাম।"

"না না, সে লাগাতে যাবে কেন? এসেছিল একটা পরামর্শ নিতে। তা, আমি তো আর কারু কোন কথায় থাকতে চাইনে। সে বোধ হয় চক্কোত্তি মশায়ের ওখানেই গেছে।"

স্বপ্ন না সত্য?

কবি যেন কোন নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাহাড় আর একদিকে সুগভীর খাদ।

এ দেশের লোকগুলি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে সেই পাহাড়ের উপর উঠিতেছে আবার স্বইচ্ছায় সেই খাদের ভিতর লাফাইয়া পড়িতেছে।

নীচের পাথরগুলি তাহাদের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

গোঁসাই ঠাকুর

গোঁসাই ঠাকুর আসিয়াছেন। গৌরহরি অপ্রসন্ন মুখেই তাঁহাকে আগাইয়া লইয়া আসিল। দু'টি টাকা প্রণামী তারপর ভোগরাগের ব্যবস্থা তো আছেই।

"গরুটিকে তো বেশ দুগ্ধবতী বলেই মনে হচ্ছে গৌর।"

"আজ্ঞে, তিন পো'টাক দেয়ই তো বটেক্।"

ভজহরি দাওয়ায় মালা জপ করিতেছিল। ছেলেকে মিথ্যা বলিতে শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আহারে বসিয়া গোঁসাই বলিলেন, "আহা চমৎকার দুধ।"

তিন দিন পর দেখা গেল পিতার আদেশে গৌরহরি গরুটিকে লইয়া গোঁসাইজির পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

সহসা ঠাকুরের মনে হইল গরুটিকে একটু আদর করিবেন। গায়ে হাত দিতেই এমন ঢুঁ মারিল যে তিনি পাশের ডোবাটায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন।

"দেখ গৌর, ভেবে দেখ্‌লাম একা মানুষ, শিষ্য বাড়ী ঘুরে বেড়াই, গো মাতার সেবার ত্রুটি হলে যে পাপগ্রস্ত হ'তে হবে। তাই বল্‌ছিলাম এটিকে তুমি ফিরিয়েই নিয়ে যাও। তোমার পিতাকে বোলো প্রণামী বলে বরং পাঁচটা টাকা যেন শীঘ্রই পাঠিয়ে দেয়।"

শাসন

ছেলের মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধিটাই খেলে বেশী। নাঃ পিতার কর্ত্তব্যটা আর পালন না করিলেই চলিতেছে না।

নরেশবাবু আজ একটুকুতেই জ্বলিয়া উঠিতেছেন। চাকর বিনা দোষেই বকুনি খাইতেছে।

স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন, নরেশ বাবু গম্ভীর মুখেই বসিয়া রহিলেন। স্ত্রী ভাবিলেন দোষ যেন তাঁহারই!

উঠিয়া এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া আবার নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। একটা ঘরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; ঢুকিতে চাহিয়াও ঢুকেন নাই। দেখিয়া আসিয়াছেন ছেলে বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে।

বয়সের দোষে

কামরাটিতে তাহারা দুইজন মাত্রই যাত্রী। তরুণীটি ওদিককার বেঞ্চিতে বসিয়াছিল। সহসা তরুণ কি যেন একটা দেখিবার আছিলায় অপরিচিতার বেঞ্চিতে উঠিয়া গিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল। মেয়েটি সঙ্কুচিত হইয়া আরও একটু কোণের দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।

একটু পরেই ছেলেটি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া সামনে সরিয়া যাওয়া দূরের গাছপালার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটির গায়ে রোদ আসিয়া পড়িতেছে।

"জানালাটা বন্ধ করে দেব কি?"

"না আমিই দিচ্ছি।"

একটা ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছুদূর আসিতেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল।

ছেলেটি কখন উঠিয়া আসিয়া মেয়েটিকে বুকে টানিয়া লইয়াছে!

মেয়েটি নিতান্ত নির্ভরের সঙ্গে তাহার কাঁধে মাথাটি একটু রাখিয়াই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পিছাইয়া গেল। অপ্রতিভ তরুণ আবার আপনার জায়গায় আসিয়া

গাড়ী রাণাঘাট আসিয়া থামিয়াছে। চাকর আসিয়া মাল নামাইয়া লইল। অপরিচিতা একটু সলজ্জ কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আসি, নমস্কার।"

উনিশশত বিয়াল্লিশ

জননীর একমাত্র ছেলে ড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল।

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।"

"মহাত্মা গান্ধীকী জয়।"

পট্ পট্ বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই যে যেদিকে পারিল ছুটিল। কেহ বা একটু দূরে গিয়াই হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

একদল সৈন্য কুচ করিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেটির মৃতদেহ পথের পাশেই পড়িয়া রহিল, কেহই তাকাইল না।

বরপণ

নরেশবাবু ছেলেকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ছেলে বলিয়াছে পণ লইলে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। শিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে, বিশেষ কিছু বলিবারও উপায় নাই।

ছেলের বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রলোক কন্যাদায়-গ্রস্ত বড্ড আবদ্ধ করে ধরেছেন। তুমি বরং একবার সুরেশকে নিয়ে মেয়েটি দেখে এস।"

মেয়েটিকে দেখিয়া আসিয়া অবধি সুরেশ যেন কেমন হইয়া গিয়াছে।

"আমাদের একটা বংশ মর্য্যাদা তো রয়েছে। ভদ্রলোকও যখন রাজী আছেন তোমার আপত্তি কেন?"

সুরেশ মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুভরাত্রির দিন একটু ছোঁয়া লাগিতেই বীণার সমস্ত দেহ যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। এ বিবাহে পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে।

কাব্যের উপেক্ষিতা

মা ছেলেকে একরূপ জোর করিয়াই বিবাহ দিয়াছেন। কয়েকদিন পর ছুটি ফুরাইলে সে ট্রেনিং ক্যাম্পে চলিয়া গেল।

দুই বৎসর পরের কথা। কাগজে বৈমানিক বীরেন রায়ের অসমসাহসিকতার প্রশংসা দেখিয়া মা'র বুক গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল।

ছোট্ট একখানি সরকারী চিঠি:—"দুঃখের সহিত জানাইতেছি আপনার পুত্র ফ্লাইং অফিসার বীরেন রায় আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। আপনার এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।"

মা সংজ্ঞা হারাইলেন।

সি, আই, ডি

সি, আই, ডির সাবইন্‌স্পেক্‌টারটির আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। একটা কিছু না দেখাইতে পারিলেই নয়।

নগেন পিতৃহীন, কলেজের ছেলে, স্বাস্থ্যবান। ছুটিতে দেশে আসিয়াছে।

একদিন সকালে পাড়ার লোকে ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখিল নগেনের বাড়ী ঘিরিয়া অনেকগুলি লাল পাগড়ি।

বাড়ীর পিছনে প্রাচীর ঘেরা একটা বাগানের মত ছিল।

একটা ঝাঁকড়া লেবু গাছের তলা হইতে রেগুলেশন লাঠির আগা দিয়া শুষ্ক পাতাগুলি সরাইয়া জমাদার কি একটা জিনিষ খপ্ করিয়া তুলিয়া লইল।

"হুজুর মিল্ গয়া।"

ইন্স্পেক্টার জিনিষটি বেশ করিয়া দেখিল। একটা কোল্টের রিভলবার। ছয়টি ছ্যাঁদার ভিতর চারটিতে গুলি পোরা।

পাশের বাড়ীর মেয়ে বলিল, "বাবা, কাল রাত্তিরে নগেন-বাবুদের খিড়কীর পাঁচিলের ওপর কে যেন একটা লোক বসেছিল। আমি তো ভয়েই—"

"চুপ, চুপ।"

শীতের রাতে

দারুণ শীত। তবু ঘরখানা বেশ গরম।

রাস্তায় পড়িয়া থাকা নগ্ন মূর্ত্তিগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে ধনেশবাবুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

তাঁহার বহুমূল্য উটের লোমের কম্বলখানা একটু অন্যমনস্ক ভাবেই আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া লইলেন।

ধরমশালা

ষ্টেশনের ধারেই প্রকাণ্ড বাড়ীটিকে দেখিলে রাজপ্রাসাদ বলিয়াই মনে হয়। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "যমুনাবাঈ ধরমশালা।"

যমুনাবাঈএর পুত্র মোতিলালকে "লোটা কম্বল সম্বল" করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে বাহির হইতে হইয়াছিল। আজ তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী।

খুপরির মত সারি সারি অনেকগুলি ঘর। কোনটার খাপরার চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোনটার ভাঙ্গা জানালায় ছেঁড়া চট ঝুলিতেছে।

আবর্জ্জনার ভিতর হইতে কয়েকটি কঙ্কালসার মুরগী কি যেন খুঁটিয়া খাইতেছে। অর্দ্ধ নগ্ন কালো কালো ছেলেমেয়ে-গুলি খেলিতেছে, মারামারি করিতেছে।

হল্লা করিতে করিতে অনেকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ সামনের ডোবার ময়লা জলে গা ধুইতে লাগিল, কেহ কালীমাখা গায়েই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, কেহ বা দাওয়ায় বসিয়া গামছা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

ইহারা মোতিলালবাবুরই কলে কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়াছে।

সরমা

এখনও ভাল মুখ ফোটে নাই তবু বিকাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"ভালবাস ?"

সরমা মুখ তুলিয়া আবার বালিশে লুকাইল।

"বল, বল।"

সরমা নীরব।

বিকাশের মুখখানা ক্রমে গম্ভীর হইয়া আসিল তারপর ও পাশ ফিরিয়া শুইল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়া নাই।

সরমা আবার মুখ তুলিল। ঠোঁট দু'খানি একটু কাঁপিয়া উঠিল। আবার হতাশ হইয়া মুখ লুকাইল।

ভগ্নদূত

দেবেন খুড়ো বাঁকা কোমর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া যতটা সম্ভব দ্রুত পদেই পরেশের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। পরেশ তখন সবে ঘুম হইতে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়াছে।

"আহা, পরেশ, তোমার অমন ভালোছেলে কী করে ফেল্ করলে বলতো ?"

"অ্যাঁ—কে বল্লে আপনাকে ?"

"ও, তুমি বুঝি শোননি ? তা হ'লে থাক্।"

"না না, বলুন।"

"কাল বিকেলে ইস্কুলে খবর এলো কিনা। হেড্মাষ্টার বাবু কত দুঃখু করছিলেন। তা সন্ধ্যে হলে তো আর বের হতে পারি না। বুড়ো মানুষ সহরেও যেতে পাচ্ছিনে এক জোড়া চশমাও আর কেনা হচ্ছেনা। তুমি গেলে টেলে এক জোড়া এনে দিও কিন্তু আমায় "

পরেশ চুপ করিয়াই রহিল।

খুড়ো যাইতে যাইতে বলিলেন, "ও, আর একটা সুখবরও শুনে এলাম। শশীর ছেলে না কি জলপানি পাচ্ছে।"

ছেলে ও মেয়ে

অরুণা অসাড়ের মতই চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল।

একটু চাহিতেই দাই একটি কাপড়ের পুঁটুলির মত কি সামনে ধরিয়া বলিল, "দেখেছ মা কেমন ফুট্ ফুটে মেয়ে।"

অরুণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ওপাশ ফিরিয়া শুইল।

দুই বৎসর পরে। কষ্ট হইতেছিল খুবই। সহসা একটি অসহায় কণ্ঠের কান্না শুনিয়া অরুণা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত কষ্ট কে যেন নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে।

ন্যায় বিচার

মহারাজ নরেন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। পরাজিত ত্রিগর্ত্তরাজ আজ বন্দী।

"মন্ত্রী, সেনাপতিদিগের মধ্য হইতে তিনজনকে লইয়া বিচারকসঙ্ঘ গঠিত কর। হত্যাকারীরূপে ত্রিগর্ত্তরাজের বিচার হইবে।"

"মহারাজ, হত্যাকারীরূপে ?"

"হাঁ। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র সৈনিক নিশ্চয়ই নিহত হইত না ?"

"সত্য বটে প্রভু।"

"দেখ, ত্রিগর্ত্তকে যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করা হয়। আর বিচারকসঙ্ঘকে গোপন উপদেশ জ্ঞাপন করিবে যে ত্রিগর্ত্তের প্রতি যেন প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডাদেশ না দেওয়া হয়।"

ত্রয়ী

সোফার দু'ধারে বসিয়া দু'জনে গল্প করিতেছিল। কলেজের অধ্যাপকের সম্বন্ধে আলোচনা কখন যে 'রোমিও জুলিয়েট'এ আসিয়া পোঁছিয়াছে!

শৈলেন ঘরে ঢুকিতেই আরতির মুখখানা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

"আস্থন, আস্থন, বস্থন।"

আরতি দাঁড়াইয়া সোফার মাঝখানটা দেখাইয়া দিল। নীরেনও দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখখানা যেন নিভিয়া গিয়াছে।

"আচ্ছা, আমি তা'হলে এখন আসি, একটু কাজ—"

"আস্থন।"

নীরেন চলিয়া গেল।

সান্ত্বনা

মা'র কাছে নালিশ করিতে যাইয়া পূর্ণিমা উল্টা বকুনি খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। ছল ছল চোখে বাবার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কিরে পাগলী কি হল আবার?"

"দাদা আমার সে-সে-সেলেট কেড়ে নিয়েছে।"

বাবা বিজনকে ডাকিয়া ধমকাইয়া দিলেন।

একলা ঘরে বিজন মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিল। চোখের জল আট্‌কাইতে তাহাকে অনেকখানি চেষ্টাই করিতে হইতেছিল।

পূর্ণিমা দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দাদা মুখ ফিরাইয়া লইল।

ছোট ভাই কাজল বলিল, "দাদা, ওর সঙ্গে আড়ি। তুই কিন্তু আর ওকে কি—ইচ্ছুই দিবি নে।"

পূর্ণিমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

"লক্ষ্মী দিদি, কাঁদিস নে। দাদাকে কিন্তু আর বকুনি খাওয়াবিনে, বুঝ্‌লি?"

কাব্যতীর্থ

"ছেলেটাকে একটু ধরতে হ'বে না? রাজ্যের পাট্‌তো আমাকেই সারতে হবে?"

কাব্যতীর্থ 'কুমার সম্ভব' হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—"হুঁ। আহা শোন শোন কী সুন্দর উপমা।"

"উপমা ধুয়ে খেলে তো আর পেট ভরবে না।"

গৃহিণী কোলের ছেলেটিকে একখানা উল্টানো পিঁড়ির উপর শোয়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন

কাব্যতীর্থ কিছুক্ষণ 'কুমার সম্ভবে'ই মন দিতে চেষ্টা করিলেন। ছেলের কান্নায় অস্থির হইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত একবার ছেলের দিকে একবার পুঁথির দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সেকাল ও একাল

মিসিরজী বহুদিনই পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছেন, সামনের চুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু বাকীগুলির একটিও পাকে নাই।

সবল সুপুষ্ট চেহারা, প্রশান্ত মুখচ্ছবি, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। দেখিলেই একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে।

মিসিরজী আসরে তানপুরা লইয়া মেঘরাগের ধ্রুপদ গাহিতেছেন—"তুঁ সকলরূপ ধারিণী তারিণী তারা।"

পুত্র রামপ্রসাদ যুবা, কিন্তু মাথার অনেকগুলি চুলই পাকিয়া গিয়াছে। পাশে বসিয়া উস্‌খুস্‌ করিতেছিল।

মিসিরজী তাহার দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তানপুরা ছিঁড়িতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদ হারমোনিয়াম লইয়া গাহিতেছিল—'পায়েলিয়া মোরি বাজনি বাজে।"

সহসা মিসিরজী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া গেলেন।

"আচ্ছা, মিসিরজী, কাল আপনি অমন করে উঠে গেলেন কেন?"

"আরে রাম রাম। হামারা লড়কা হোকর্ খিয়াল পর টপ্পেকো তান অওর হম্বিরমে উত্‌রী নিখাদ লগায় দিয়া।"

শুনা যায় মিসিরজী সাতদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই।

তৃতীয় পক্ষ

ছোট ভাইটির একটি অযাচিত বন্ধু জুটিয়াছে। দুই ভা'য়ের ভিতর এতদিন সম্প্রীতিই ছিল এখন প্রায়ই খিটিমিটি লাগিয়াই আছে।

ছোট ভাইটি কান-কথায় বিশ্বাসী। বন্ধুটি তাহাকে বুঝাইয়াছে যে সে না থাকিলে বড় ভাই আজ তাহাকে পথের ফকির বানাইয়া ছাড়িত।

বড় ভাইটি একটু সরল। তাহাকে বুঝাইয়াছে গোঁয়ার ছোট ভাইটির হাত হইতে সেই তাহাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে।

এ গৃহে বন্ধুটির স্থান বুঝি চিরদিনের জন্যই রহিয়া গেল।

বস্ত্র সমস্যা

হাবুলের বয়স হইতে চলিল—অর্থাৎ নয়—তবুও ছেলেমি আর গেল না।

দিদিমার নিকট হইতে ছেঁড়া বেনারসী শাড়ীর একটু টুকরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মাথায় জড়াইয়াছে। একটা বাখারির তলোয়ার ঘুরাইয়া একা একাই পাঁয়তারা ভাঁজিতেছে।

ও পাড়ার মিনু আসিয়া প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

"বলতো আমি কে?"

"ইশ, পাগড়ি দেখেই আর চিনতে পারবোনা—তুমি তো হাবুল।"

"দূর খোকা, আমি হচ্ছি মহারাজ চন্দ্রসেন।"

কিছুদিন পূর্ব্বেই গ্রামে যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।

বোন চিত্রা ছুটিয়া আসিল।

"দে না দাদা তোর পাগড়িটা পুতুলের শাড়ী কর্‌ব।"

যাক্ খেলাটা তো পুরানোই হইয়া গিয়াছে।

হাবুল কাপড়টা ছিঁড়িয়া একখণ্ড মিনুকে ও আর একখণ্ড চিত্রাকে দিতে গেল। মিনু হাসি মুখে লইল।

"চাইনে তোমার কাপড়।"

চিত্রা মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

পুত্র হারা

"ভগবান? নেই—নেই।"

স্বামী একরূপ চিৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিলেন।

পুত্রহারা জননী সংজ্ঞাহীনার মতই পড়িয়াছিলেন।

সহসা উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে কি যেন বলিতে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই আজ গৃহ-দেবতার কিশোর মূর্ত্তিটিকেই একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

অকৃতকার্য্য

দনুজেন্দ্রনারায়ণ সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসিয়া সামনের বাগানের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। হঠাৎ উঠিয়া গিয়া মালীর নিকট হইতে একখানা দা ও গাছ ছাঁটা কাঁচিটা চাহিয়া লইল।

প্রথমে সে বড় গাছগুলির ডাল দা দিয়া কাটিয়া ফেলিল। তারপর কাঁচি লইয়া ছোট ডালগুলি ছাঁটিতে লাগিল।

সহসা তাহার খেয়াল হইল সবগুলি পাতার আকার তো এক নয়। সে কি একটি একটি করিয়া ছাঁটিয়া পাতাগুলিকে সমান আকার প্রদান করিবে?

ফুলগুলিও আবার নানাবর্ণের। সে কি সেগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না উহাদের উপর কালী ঢালিয়া দিবে?

দনুজ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই ইজি-চেয়ারটাতেই গা হেলাইয়া দিল।

কর্ত্তব্য পালন

স্বামী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এমন কি আদরও করিতেন। সকল সময়েই তাঁহার সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।

পাখাখানা তুলিয়া লইতেই স্ত্রী বলিলেন, "থাক্ থাক্ তোমার কষ্ট হবে। চাকরটাকে—"

"তাকে তোমার ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। মাথাটা টিপে দেব কি?"

"না না থাক্।"

স্বামী শুনিলেন না। স্ত্রী চোখ বুজিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

স্ত্রী ভাবিতেন তাঁহার মত স্বামী সৌভাগ্য কার। পাড়ার লোকে বলিত সুখী পরিবার। স্বামী জানিতেন তাঁহার মনে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার সমাধি বহুদিনই হইয়া গিয়াছে।

ধার্ম্মিক

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লোকে ধার্ম্মিক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়াই জানিত।

প্রতিদিন ভোর না হইতেই স্নান সারিয়া একটি সাজি হাতে বাগানে প্রবেশ করিতেন। নিজ হাতে ফুল তুলিয়া পূজাহ্নিক সারিয়া বাহির হইতে দেড় প্রহর চলিয়া যাইত। তারপর চতুষ্পাঠীতে বসিয়া দুই তিনটি ছাত্রকে পাঠ দিতেন।

সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন বিকালে কয়েকটি ছেলে আসিয়া বলিল তাহারা পাঠশালার পূজার জন্য তাঁহার বাগান হইতে সকালে গাঁদা ফুল তুলিতে চায়।

"না। নিজের পূজার্চ্চনা রয়েছে, টোলেও মাকে আবাহন করতে হবে। তোমাদের দিলে চলবে কেন?"

পরদিন যথা সময়ে উঠিয়া তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইল। বাগানের কাছে আসিতেই দেখিলেন দরজা খোলা। তাঁহার সাড়া পাইয়া কাহারা যেন জবা গাছটার আড়ালে লুকাইয়া পড়িল।

"কেরে?" বলিয়া প্রবেশ করিতেই কেহ বা বেড়া ভাঙ্গিয়া, কেহ বা টপ্‌কাইয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল। তিনি পা হইতে খড়ম খুলিয়া ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ছেলেরা নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল।

অনেককেই সাজি ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি পা দিয়া সেগুলিকে থেঁতলাইয়া ফুলগুলিকে মাড়াইয়া নরম-মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিলেন।

তারপর স্নানাদি সারিয়া দেবী বীণাপাণিকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাজভক্ত

ভদ্রলোক গ্রামের জমিদার হরবল্লভ রায়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বসিতে তো বলিলেনই না, প্রতিনমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আসিতেছেন। হরবল্লভ আধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই চোগা চাপকান আঁটিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সাহেব গাড়ী হইতে নামিতেই তিনি আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব হাত বাড়াইয়া দিলেন। তিনি দুইটি আঙ্গুল দ্বারা সাহেবের হাতটি স্পর্শ করিলেন মাত্র।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও হরবল্লভ স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর্দ্দালীটির আহারের তদ্বির করিয়া আসিয়াছেন।

শান্তি রক্ষা

পরম ভট্টারক গৌড়েশ্বর সমুদ্রগুপ্তকে মহামাত্য বলিলেন, "হে প্রভু, পুণ্যভূমি ভারতের শান্তিকে অটুট রাখিবার জন্য সৈন্যবল, নৌবল এবং অস্ত্রবল বর্দ্ধিত করিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ, অস্ত্রাগারে যে সমস্ত শস্ত্রাদি রক্ষিত রহিয়াছে উহা অব্যবহার জনিত কলঙ্কে মলিন হইয়া উঠিতেছে।"

"মহামাত্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত তো আমরা সন্ধিসূত্রেই আবদ্ধ ?"

"হাঁ প্রভু। কিন্তু কোশলরাজ শান্তিরক্ষার ছলে আপন সমর সম্ভার প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া চলিয়াছেন। উহা নিশ্চয়ই গৌড়ের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হইবার জন্য; কারণ, ভারতে শান্তিরক্ষার অধিকার তো একমাত্র গৌড়েশ্বরেরই রহিয়াছে।"

"সত্য বটে। সেনাপতি, অবিলম্বে কোশলের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হও। তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে সে যেন আর ভারতের শান্তিভঙ্গ করিতে সমর্থ না হয়।"

আকর্ষণ

যাহাকে দেখিলে সমস্ত মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, তাহারই জন্য এ ব্যাকুলতা কেন? সুহাস কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেন, কিসের এ আকর্ষণ?

সুহাস জাগিয়াই ছিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিল। কে যেন জানালার বাহিরে তাহারই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। দুই কান চাপিয়া ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

"সুহাস।"

এবার যেন একটু জোরেই।

এ আহ্বানের ভিতর কি ছিল কে জানে কিন্তু ইহাকে তো আর উপেক্ষা করা গেল না। সুহাস ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রতিশোধ

"দশটা টাকার জন্যি বড্ড ঠেকে পড়েছি।"

নবীন আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া দাঁড়াইল।

তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে হাসিমুখেই বলিলেন, "তা বেশ, পাবে। তবে আগের টাকাটার সুদ অনেক বাকী ফেলে রেখেছ—।"

"আজ্ঞে এক সঙ্গেই সব মিটিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো দেবেই। তাহলে কাল সকালে এসে সুদে আসলে মিলিয়ে একসঙ্গেই একখানা দলিল লিখে দিও। আর দেখ, সেবারে কিন্তু আমার বড্ড ক্ষতি করেছ, এবার সুদটা টাকায় চার পয়সা করেই দিও।"

"আচ্ছা তাই দোব।"

বাঁড়ুয্যের মেয়ের বিয়ে।

"দেখ নবীন দইটা কিন্তু খুব ভাল হওয়া চাই। অনেক দূর থেকে ভদ্দর লোকেরা সব আসবেন।"

"আজ্ঞে, সে কথা আর বল্‌তে হবে না। নবীন গোয়ালার দই এ তল্লাটে কে না জানে?"

"হাঁ, তা তো বটেই। দামের জন্য তুমি ভেবোনা, সুদেই কেটে দেব এখন। কিন্তু দইটা যেন খুব খাসা—"

"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন।"

"এ কী দই দিয়েছেন মশায়? মুখ যে জ্বলে গেল।"

বরযাত্রীগণ মারমুখো হইয়া উঠিয়াছে। বাঁড়ুয্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন।

মা ও ছেলে

"আচ্ছা মা, ভালো চোখে দেখ্‌তে পাওনা, কাল রাত্তিরে একা একা উঠ্‌তে গিয়ে বলতো কী কাণ্ডটাই না করলে। হাত পা-ই যদি—"

মা রাগিয়া উঠিলেন।

"না, চোখে দেখতে পাইনে। ঘুমের চোখে খাট থেকে নাবতে গিয়ে মশারিটা গেল পায়ে জড়িয়ে—তাই না।"

"আচ্ছা, মেনে নিলাম তাই। কিন্তু বুড়ো মানুষ তার উপোস

করে রয়েছ। দুর্ব্বল শরীরে ভির্‌মি লেগেও তো পড়্‌তে পার। কাউকে ডেকে নিলেই হয়।"

"হ্যাঁ দুর্ব্বল শরীর। বল্‌না এক্ষুণি হেঁটে আস্‌ছি দু'মাইল।"

ছেলে হতাশ হইয়া চুপ করিল।

একটু পরে মা স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "তখন যে তোরা সব ঘুমুচ্ছিলি রে।"

শান্তি

যোজন বিস্তৃত ভস্মাচ্ছাদিত সমতল প্রান্তর দূরে বহুদূরে চক্রবাল রেখার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দেখিতেছেন, আর তাঁহার মন গর্ব্বে, আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

কী অনাহত শান্তি!

পত্রের মর্ম্মর নাই, কাকলিও শ্রুত হইতেছেনা; গো-মেষাদির কণ্ঠ নীরব, মানবের কর্ম্মকোলাহল স্তব্ধ; বালক-বালিকার ক্রীড়ামুখর কলকণ্ঠও আজ এই সুগভীর প্রশান্তিকে ভঙ্গ করিবার জন্য সহসা উত্থিত হইতেছেনা।

একমাত্র তাঁহারই সৃজনশালিনী বুদ্ধির বলে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। একটি মাত্র গোলকে আবদ্ধ পরমাণুরাশির

অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্তিদান করিয়া তিনি নগরী ও জনপদ, হর্ম্ম্য ও কুটীর, মানব ও পশু এবং ক্ষেত্র ও অরণ্যানীকে এই ধূসর সমতলে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সহসা দূরে রৌদ্রকরে কি যেন ঝলসিয়া উঠিল। বৈজ্ঞানিক সন্দিগ্ধ মনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দেখিলেন তিনি একটি স্রোতস্বিনীর কুলুকুলুকে স্তব্ধ করিতে, প্রবাহিত প্রাণকে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।

নিষ্ফলতার আক্রোশে সমস্ত মন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি জ্ঞানহারার ন্যায় সেই সুগভীর নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বৈজ্ঞানিক এইবার বুঝি তাঁহার পরিকল্পিত শান্তিকে লাভ করিতে পারিয়াছেন?